বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
www.bmeb.gov.bd

নং-বামাশিবো/প্রশা/২৩৩২৫১১৭৪৫১১/খুলনা-৭২/২৯১

তারিখ: ১৯ মাঘ ১৪৩২ / ০২ ফেব্রুয়ারী ২০২৬

বিষয় : অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলাধীন পানতিতা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার কমিটি গঠনে বিভিন্ন প্রকার অনিয়ম ও দূর্নীতি হয়েছে মর্মে মোঃ বিল্লাল হোসেন অভিযোগ দাখিল করেছেন (কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায় অভিযোগ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ০২ (দুই) পাতা।

2.2.26

প্রফেসর ছালেহ আহমাদ
রেজিস্ট্রার
ফোন: ৯৬১২৮৫৮
ইমেইল: registrar@bmeb.gov.bd

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
তেরখাদা, খুলনা।

নং-বামাশিবো/প্রশা/২৩৩২৫১১৭৪৫১১/খুলনা-৭২/২৯১

তারিখ: ১৯ মাঘ ১৪৩২ / ০২ ফেব্রুয়ারী ২০২৬

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. জেলা প্রশাসক, খুলনা;
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, খুলনা;
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, তেরখাদা, খুলনা;
৪. সুপার/ভারপ্রাপ্ত সুপার, পানতিতা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, ডাকঘর-জুনারী, তেরখাদা, খুলনা;
৫. জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন (অভিযোগকারী), সাং-পানতিতা, তেরখাদা, খুলনা;
৬. পি ও টু চেয়ারম্যান/ পি এ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৭. আইন সেল, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৮. অফিস কপি।

মোঃ আব্দুর রশিদ
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
ফোন: ৯৬৭৪৮৭৪
ই-মেইল: dradmin@bmeb.gov.bd

তারিখঃ ২২/১২/২০২৫ ইং

বরাবর

চেয়ারম্যান

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

বকশিবাজার,

ঢাকা।

বিষয়ঃ- পানতিতা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা (EIIN No -117451) সুপারের কমিটি সংক্রান্ত বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নিতির অভিযোগ প্রসঙ্গে।

মহাত্মন,

যথা বিহিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক নিবেদন এই যে , আমরা অত্র এলাকার সাধারণ জনগণ এই মর্মে আপনার নিকট আবেদন জানাইতেছি যে, **উক্ত মাদ্রাসার সুপার জনাব এম, এম, আলী আকবার অত্র প্রতিষ্ঠানে আসার পর বিভিন্ন অনিয়মসহ মাদ্রাসার এডহক কমিটি (৩) তিন বার করার পরও তিনি কোন নিয়মিত কমিটি করিতে পারে নাই।** এমনকি কমিটির নামে মনোনয়ন পত্র বিক্রি করে ২০ জনের নিকট হতে ৪২,০০০/বিয়াল্লিশ হাজার)টাকা আত্মসাত করে। এরপরও ৪র্থ বার তিনি পূনরায় এডহক কমিটির জন্য এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ বা শিক্ষকদের সঙ্গে কোন আলোচনা না করে নিজের স্বার্থ সিদ্দির জন্য নিজ আত্মিয় ও পছন্দের লোকদের নামের তালিকা প্রেরন করিয়াছে বলিয়া জানিতে পারিলাম । তাহার এহেন কার্যকলাপের কারণে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, যে কোন মুহুর্তে বড় ধরনের দূর্ঘটনা ঘটতে পারে।

উল্লেখ্য যে এ ছাড়াও ২০২২/২০২৩ইং সালের জেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পের ১,৬৫,০০০/ টাকা ততকালীন সভাপতি আওয়ামীলীগ নেতা(উপজেলা চেয়ারম্যান) বাচ্চু বিশ্বাসের যোগসাজসে আত্মসাত করে। এবং-০১-০২-২০২৩ তাহার-নিয়োগের পর হইতে মাদ্রাসার বিভিন্ন আয়ের খাত হতে দপ্তরি দ্বিন ইসলামের মাধ্যমে মাছ, ডাব, নারকেল, ও গাছ বিক্রিত অনুমান ৪(চার লক্ষ) টাকা ও জেলাপরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পের ১,৩৫,০০০ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে । আমি মোঃ বিল্লাল হোসেন ২০-০৫-২০২৫ তারিখে এডহক কমিটি সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর একটি অর্থ কমিটির হিসাবরক্ষক শিক্ষক মোঃ শফিকুল ইসলামকে দায়িত্ব প্রধান করি কিন্ত অদ্যবধি সুপার তাহার নিকট কোনো হিসাব দেয় নাই। উল্লেখ্য যে উক্ত সুপার ফ্যাসিস্ট আওয়ামী পরিবারের লোক সেই সুবাদে বিভিন্ন অপকর্ম ও দুর্নীতি করিতে দ্বিধা বোধ করে না।

অতএব উপরোক্ত বিষয়গুলি তদন্ত পুর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আপনার একান্ত মর্জি হয়।

বিনীত নিবেদক

মো: বিল্লাল হোসেন

মোঃ বিল্লাল হোসেন

(সাবেক সভাপতি)

এলাকা বাসির পক্ষে

MP-01975390093

বরাবর,

চেয়ারম্যান মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
২নং অরফানেজ রোড, বখশিবাজার
ঢাকা-১২১১।

বিষয়ঃ পানতিতা ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসার (EIIN No-117451) সুপার এম,এম,আলি আকবারের বিরুদ্ধে দূর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ প্রসঙ্গে।

জনাব,

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত বিবেদন এই যে,আমি মোঃ বিল্লাল হোসেন, পিতাঃ আঃ গফুর মোল্যা, মাতাঃ জোহরা বেগম, গ্রাঃ পার্নাতিতা, ডাকঘরঃ তেরখাদা, উপজেলাঃ তেরখাদা, জেলাঃ খুলনা। এই মর্মে আপনার জ্ঞাতার্থে জানাইতেছি যে, আমি এত মাদ্রাসার এডহক কমিটির সভাপতি হিসাবে গত ২০/০৫/২০২৫ ইং তারিখে মনোনীত হই। সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার পর প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয়ে অনিয়ম ও দূর্নীতি পরিলক্ষিত হয়। যাহা নিম্নরুপঃ

১। বিগত ২০২২-২৩ সনে মোঃ শরফুদ্দিন বিশ্বাস (বাচ্চু), সভাপতি থাকাকালিন খুলনা জেলা পরিষদ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পের ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা বরাদ্দ করে। যাহার প্রকল্পের নং- খুঃজেঃপঃ/প্রকৌঃ/ এক-১/জিঃ/২০২২-২৩/৪৪৬ (৩৩), অর্থ বছর ২০২২-২৩। উক্ত বরাদ্দকৃত টাকা হতে তৎকালীন সভাপতি থাকা অবস্থায় সুপারসহ ১,৬৫,০০০/- (এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা উত্তোলন করে এবং ৫ই আগস্ট ২০২৪ পরবর্তী সময়ে গত ২০/০৫/২০২৫ ইং তারিখে আমি দায়িত্ব গ্রহনের পর উক্ত বকেয়া বরাদ্দকৃত ১,৩৫,০০০/-টাকা হতে ১,২১,৫০০/- উত্তোলন করা হয়। আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর উপরোক্ত ১,৬৫,০০০/- টাকা খরচের কোন খাতওয়ারী রেজুলেশন খুজে পাই নাই । এবং আমার দায়িত্ব গ্রহনের পর উক্ত ১,২১,৫০০/- টাকা মাদ্রাসা সুপারসাহেব নিজে গ্রহন করে, উক্ত টাকা দিয়ে মাদ্রাসার কোন উন্নয়নমূলক কার্য সম্মাদন করে নাই, আমি হিসাব চাইলে তিনি বিভিন্ন অযুহাতে দেখাইয়া পাশ কাটিয়ে যায়। অদ্যবদি উক্ত টাকার কোন রেজুলেশন করে নাই, আমার ধারণা উক্ত টাকা তিনি আত্মসাৎ করিয়াছেন।

২। আমি সভাপতির দায়িত্ব গ্রহনের পর গত ৬ (ছয়) মাসে পুকুরের মাছ, ডাব, নারিকেল,সুপারি বিক্রিত আনুমানিক ৭০,০০০/-(সত্তর হাজার) টাকা আয় হয়েছে ; যাহা মাদ্রাসা দপ্তরি মোঃ দীন ইসলাম এর মাধ্যমে বিক্রিত উক্ত টাকা সুপার সাহেবের নিকট জমা দেয়। এই টাকা খরচের কোন হিসাব সুপার সাহেব দেয় নাই এবং উক্ত টাকার ব্যাপারে কোন রেজুলেশন করে নাই। উল্লেখ্য যে, উক্ত সুপার সাহেব গত ০১/০২/২০২৩ সালে অত্র মাদ্রাসায় যোগদান করেন। উক্ত তারিখ হতে ২০/০৫/২০২৫ পর্যন্ত ২ বছর ৩ মাসে সময়ে আনুপাতিক হারে অনুমান ৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা মাদ্রাসায় আয় হয়েছে এবং তিনি উক্ত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন।

৩। উল্লেখ্য যে, আমি দায়িত্ব গ্রহনের পর একটি অর্থ কমিটি করি যাহার দায়িত্ব দেওয়া হয় শিক্ষক মোঃ শফিকুল ইসলামকে। তিনি বারংবার সুপার সাহেবের নিকট খরচের হিসাব ও ভাউচার চাইলে সুপার সাহেব কোন হিসাব দেন না। সুপার সাহেবের উক্ত কার্যকলাপ থেকে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, তিনি একজন অসৎ, দূর্নীতিবাদ ও মাদ্রাসার অর্থ আত্মসাৎ কারী। সুপারের পারিবারিক তথ্য অনুসন্ধানে দেখা যায় তিনি একজন ফ্যাসিস্ট আওয়ামী পরিবারের সন্তান।

অতএব, মহোদয়ের সমীপে আরজ, উপরোক্ত বিষয়গুলি তদন্তপূর্বক জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে আপনার একান্ত মর্জি হয়।

তারিখঃ ২১/১২/২০২৫ ইং

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত করা হলো ঃ
১। মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষাবোড বাংলাদেশ, ঢাকা।
২। জেলা প্রশাসক, খুলনা ।
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তেরখাদা, খুলনা।
৪। জেলা শিক্ষা অফিসার, খুলনা।
৫। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, তেরখাদা, খুলনা।

বিনীত নিবেদক,
মো: বিল্লাল হোসেন
সাবেক সভাপতি
(মোঃ বিল্লাল হোসেন)
পানতিতা ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসা

বরাবর,

চেয়ারম্যান মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
২নং অরফানেজ রোড, বখশিবাজার
ঢাকা-১২১১।

বিষয়ঃ বিভিন্ন সময়ে তফসিল ঘোষনা করে নির্বাচন না করে নশিনেশন পেপার বিক্রির মাধ্যমে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ প্রসঙ্গে।

মহাত্মন,

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত বিবেদন এই যে, আপনার অধিন্যাস্ত পানতিতা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, তেরখাদা উপজেলা, খুলনা। উক্ত মাদ্রাসার সুপার এম,এম, আলী আকবার ২০২৩ ইং সনে উক্ত মাদ্রাসার অভিবাবক নির্বাচন উপলক্ষে ১০ জন প্রার্থীর নিকট হইতে ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা করে মোট ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকা; ২০২৪ সনে ৫ (পাঁচ) জন প্রার্থীর নিকট হতে ১,২০০/-(এক হাজার দুই শত) টাকা করে মোট ৬,০০০/-(ছয় হাজার) টাকা; এবং ২০২৫ সনে ৫ (পাঁচ) জন প্রার্থীর নিকট হতে ১,২০০/-(এক হাজার দুই শত) টাকা করে মোট ৬,০০০/-(ছয় হাজার) টাকা গ্রহণ করে অর্থাৎ ২০ জন প্রার্থীর নিকট হতে সর্বমোট ৪২,০০০/- (বিয়াল্লিশ হাজার) টাকা গ্রহণ করে আত্মসাৎ করে। যাদের কাছ থেকে মাদ্রাসা সুপার টাকা গ্রহণ করেছে,নিম্নে ২০ জন প্রার্থীর নামের তালিকা প্রদত্ত হলো ঃ

ক্রঃ নং	প্রার্থীর নাম	টাকা গ্রহনের সন
১	তাকিদুল শিকদার	২০২৩ সন (ইং)
২	মোরশেদ আলী	"
৩	মোঃ আব্বাস আলী	"
৪	মোঃ জামাল মোল্যা	"
৫	মোঃ বোরহান উদ্দিন মোল্যা	"
৬	মোঃ সেলিম আক্তার	"
৭	লিটন মল্লিক	"
৮	মোঃ শহিদুল ইসলাম	"
৯	আছমা বেগম	"
১০	রোজিনা খাতুন	"
১১	মোঃ ইসরাফিল শেখ	২০২৪ সন (ইং)
১২	মোঃ হান্নান শেখ	"
১৩	লিটন মল্লিক	"
১৪	মোঃ হেমায়েত শিকদার	"
১৫	মাসুদা বেগম	"
১৬	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	২০২৫ সন (ইং)
১৭	মোঃ হান্নান শেখ	"
১৮	টুকু শিকদার	"
১৯	মোঃ আনিমুল শিকদার	"
২০	মানছুরা বেগম।	"

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, অদ্যবদি সুপার সাহেব নমিনেশন পেপার ক্রয় বাবদ জামানতের টাকা গ্রহন করিয়া কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে নাই। আমরা নির্বাচন ও প্রার্থীদের কাছ থেকে গ্রহণকৃত টাকার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বিভিন্ন অযুহাতে ঘটনা এড়িয়ে যায়। মাদ্রাসা সুপারের এ ধরণের কার্যকলাপ টাকা আত্মসাৎ ও প্রতারণার শামিল। এ ছাড়াও মাদ্রাসার স্বার্থ পরিপন্থী বিভিন্ন ধরনের দূর্নীতির অভিযোগ তাহার বিরুদ্ধে রহিয়াছে। এ পরিস্থিতিতে উক্ত প্রার্থীগণ যাহাতে তাদের নির্বাচনে জমানতের টাকা ফেরত পাইতে পারে তাহার জন্য আপনার সু-দৃষ্টি কামনা করছি

বিনীত নিবেদক,
শহিদুল ইসলাম
এলাকাবাসীর পক্ষে,
মোঃ শহিদুল ইসলাম
পিতাঃ দাউদ মোল্যা,
গ্রামঃ পানতিতা, ডাকঘরঃ পানতিতা
উপজেলাঃ তেরখাদা, জেলাঃ খুলনা।
মোবাঃ ০১৯৫৫-৭৯৬৯৯০।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত করা হলো ঃ
১। মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষাবোড বাংলাদেশ, ঢাকা।
২। জেলা প্রশাসক, খুলনা ।
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তেরখাদা, খুলনা।
৪। জেলা শিক্ষা অফিসার, খুলনা।
৫। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, তেরখাদা, খুলনা।